সমকাল

22 OCT 2016

পরিত্যক্ত ভবনের বারান্দায় পাঠদান

■ ইকবাল হোসেন পাটোয়ারী, *চাঁদপুর*

৩ বছর ধরে বারান্দা বা খোলা আকাশের নিচে চলছে পাঠদান। ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণাও করা হয়েছে বহুদিন আগে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী প্রাণহানি ও বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কায় বিদ্যালয়ে আসা ছেড়ে দিয়েছে। এমন অবস্থায় একাডেমিক ভবন, বিদ্যুৎ সংযোগ, দরজা-জানালা, আসবাবপত্রের অভাবসহ নানা সমস্যার বোঝা মাথায় নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার কাদলা ইউনিয়নের আয়মা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি। ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে বিদ্যালয়টির ভবন নির্মাণ করা হয়। সে সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার শুধু বালু ও রড দিয়ে বিদ্যালয়টি নির্মাণকাজ করেন। নিম্নমানের কাজ হওয়ায় কয়েক বছর যেতে না যেতেই ছাদ ও দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়াসহ বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দেয়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানালে উপজেলা প্রকৌশল অফিসের কর্মকর্তারা বিদ্যালয়টি পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন।

কচুয়ার আয়মা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত ভবনের বারান্দায় শিক্ষার্থীদের ক্লাস চলছে ■ সমকাল

কিন্তু পাঠদান ও স্কুল রক্ষায় শিক্ষকরা বাধ্য হয়ে ভবনের বারান্দা ও মাঠে খোলা আকাশের নিচে দিনের পর দিন পাঠদান চালিয়ে যাচ্ছেন। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে সন্তোষজনক ফল করে আসছে। ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় দিন দিন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী কমে যাচ্ছে। প্রধান শিক্ষক মো. জহিরুল ইসলাম জানান, বিদ্যালয়টি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি বংকবিহারী সাহা জানান, বিদ্যালয়টি স্থানীয় প্রশাসন অনেক আগেই ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয় সংস্কারের ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে বারবার তদবির করেও সুফল পাওয়া যায়নি। কচুয়া উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মনির হোসেন জানান, এরই মধ্যে ভবন হিসেবে ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ের তালিকা পাঠানো হয়েছে এবং ভবন নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্টদের দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে।